দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 21 2002

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য

আমেরিকান সেন্টার ঃ এখন এক সময় ছিল যখন এশিয়ার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ক'বছরের যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ পরিহার করে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে আগামী ২ মার্চ থেকে একটি নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত খাতের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অনুদান দিচ্ছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ছাত্রাবাস, লাইব্রেরি, কৃষি-অনুষদ, গণযোগ বিষয়ক বিজ্ঞান, চারুকলা, প্রকৌশল ও শরিয়া (ইসলামী আইন) প্রভৃতি বিভাগের জন্য জানালার কাচ এবং ছাত্রীবাসের শয্যা এবং ঘুমানোর জন্য ব্যবহৃত আসবাবপত্র। যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত অন্যান্য অনুদানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একটি জেনারেটর, একটি ফটোকপি মেশিন, একটি স্যালাই মেশিন এবং কিছু যানবাহন ঠিকঠাক করা ও ছাত্রদেরকে ক্লাসে স্বাগত জানাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীর চর্চা কেন্দ্রটিকে সচল করার জন্য জিনিসপত্র ঠিকঠাক করা।

গবেষণাগারগুলো সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবার গড়ে তোলা এবং পাঠাগারগুলোকে ঘষেমেজে ঝকঝকে করে তোলার জন্য সময়ের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু তরুণ আফগানদের মনে শিক্ষার আশা পুনরায় জেগে উঠতে সময় নেয়নি। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আগামী ২৩ মার্চ থেকে পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে– এদের মধ্যে তিন হাজার ছাত্র এবং এক হাজার ছাত্রী। এই সকল ছাত্র-ছাত্রী যখন তাদের ক্লাসরুমে ফিরে আসবে, তখন বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম জানালা দিয়ে সেখানে সূর্যের আলো খেলা করবে। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় ভবন পুনর্নির্মাণের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে আট সপ্তাহ কাবুলে কাটিয়েছেন ইসলামাবাদের যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অফিসার জন কিনক্যানন।

কিনক্যানন বলেন, পরবর্তী প্রজন্মের আফগান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিজেদের সঞ্চিত জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারবেন বলে শিক্ষকরা গর্ববোধ করছেন এবং ছাত্রদের সাথে তাদের দীর্ঘদিনে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাতে তারা উন্মুখ। তিনি বলেন, ২৩ বছর পর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে শিক্ষাগত বন্ধন আবার ছড়াতে পারার সম্ভাবনায় তারা অত্যন্ত উত্তেজিত ও আনন্দিত। তিনি বলেন, 'এটা সবে শুরু মাত্র। আমরা আরও অনেক কিছু করার আশা করছি।' উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থিত উনবিংশ শতকের বিখ্যাত শিক্ষা সংস্কারক সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানীর সমাধি। বহু বছরের রকেট হামলার ধ্বংসস্তূপে এখনও তা ঢাকা পড়ে আছে।